হকিতে স্বর্ণযুগ ফেরার আশায় গুরবক্স

চুরির দায়ে হেয়ার

ভদ্রলোকের খেলা ক্রিকেটে তার কথাই শেষ কথা। ম্যাচ পরিচালনার পাশাপাশি ক্রিকেটারদের নিয়ন্ত্রণ করার গুরুভার। এ ব্যাপারে কড়া ধাঁচের আম্পায়ার হিসেবে পরিচিত ছিলেন ডারেল হেয়ার। মুথাইয়া মুরলীধরনকে বারবার নো ডাকা নিয়ে মহাবিতর্ক তৈরি করেছিলেন। অসি আম্পায়ার তালিকার উপরের সারির সেই হেয়ার নিজেই কিনা চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত! আম্পায়ারিং থেকে অবসর নেওয়ার পর একটি মদের দোকানে কাজ নিয়েছিলেন। চলতি বছরে দফায় দফায় দোকান থেকে টাকা সরানোর অভিযোগ উঠেছে। চাপে পড়ে নিজের দোষও কবুল করেছেন হেয়ার। বলেছেন, জুয়ায় বেশ কিছু টাকা খুইয়েছিলেন। তা শোধ করতেই চুরির আশ্রয় নেন।

আফ্রিদিতে মজে জারিন

শাহিদ আফ্রিদির বুমবুম লুকে ফিদা জারিন খান। বলিউডের একাধিক জনপ্রিয় ছবির অভিনেত্রী জারিন পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত টি২০ লিগের পাখতুন ফ্র্যাঞ্চাইজির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর। আর সেই সূত্রে আফ্রিদির সঙ্গে সরাসরি আলাপ। জারিনের কথায়, 'আফ্রিদির লুক, হেয়ারস্টাইল দুর্দান্ত। যখন থেকে খেলছে, তখন থেকেই আমি ওর ভক্ত। টি১০ লিগের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অন্যতম কারণ আফ্রিদি।' জন্মসূত্রে জারিন খান ভারতীয় হলেও আদপে তিনি পাখতুন সম্প্রদায়ভুক্ত।

পিকু হাজরা

সোনালি যুগ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন ধরেই। সুফলও মিলছে। পুরুষ ও মহিলা হকি দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সে দুঃসময় পেরোনোর অঙ্গীকার। মহিলা হকি দল প্রায় দেড় দশকের শাপমুক্তি ঘটিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এশিয়া কাপে। সর্দার সিংরা আবার গুঁড়িয়ে দিয়েছেন দশ বছর এশিয়া কাপে ব্যর্থতার ইতিহাস। জোড়া সাফল্যতেই আশার আলো দেখছেন প্রাক্তন কিংবদন্তিরা। গুরবক্স সিং যেমন।

অলিম্পিক ও এশিয়ান গেমসে জোড়া সোনাজয়ী দলের সদস্য বেশ আশাবাদী ভারতীয় হকির ভবিষ্যৎ নিয়ে। কলকাতা শহরের এই কিংবদন্তি তো বলেই ফেলছেন, 'কোনও সন্দেহ নেই এই মুহূর্তে ভারতীয় হকি দল কোরিয়া, জাপানের থেকে এগিয়ে রয়েছে। বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে। ওদের জন্য ভালো লাগছে। প্রতি নিয়ত যেভাবে উন্নতি করছে, তা ওদের পারফরম্যান্সে স্পষ্ট।'

পুরুষ ও মহিলা দল যেমন সাফল্যের এলিভেটরে চড়ে উত্তরণ ঘটাচ্ছেন, তেমনই যুব দলও স্বপ্ন দেখাচ্ছে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত! সুলতান জোহর কাপেই মিলেছে হাতে গরমে প্রমাণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ২২-০ গোলে পরাজিত করে চমকে দিয়েছেন যুবারা। ব্রোঞ্জ এসেছে ভারতীয়দের ঝুলিতে।

পুরুষ ও মহিলা হকি দলের পারফরম্যান্স গ্রাফ অবশ্য বেশ কিছুটা আলাদা। ঐতিহাসিকভাবে সাড়ে তিন দশকের খরা কাটিয়ে গত বছরেই অলিম্পিকে পদার্পণ করেছিল মহিলা দল। বিশ্ব হকি লিগের সেমিফাইনাল পর্বে দুর্দান্ত সাফল্যে ভর করে 'বিগেস্ট শো অন আর্থ'-এর টিকিট জিতে নিয়েছিলেন রানি রামপালরা।

সর্দার-হরমনপ্রীত-আকাশদীপরা আবার এশিয়ান গেমসে সোনা জিতে রিও-র বিমানে উঠেছিলেন। দেশবাসীর বিপুল প্রত্যাশার চাপে অবশ্য কোয়ার্টার ফাইনালেই বিদায় নেয়। এখানেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন গুরবক্স সিংয়ের মতো প্রাক্তনীরা। তাঁর বিশ্লেষণ, 'শুধু এশিয়াতেই আমাদের সাফল্য সীমিত থাকলে চলবে না। হকি বিশ্বেও এই সাফল্যের ঢেউ আনতে হবে।'

কী করে আনা সম্ভব? ভারতীয় হকি দলের স্বর্ণযুগের

কিংবদন্তি বলছেন, 'বারবার কোচ বদল করা চলবে না। কোচ বদল হলে বিভিন্ন কোচের পৃথক পৃথক স্ট্রাটেজিতে মানিয়ে নিতে অনেকেই সমস্যায় পড়েন।' গুরবক্স সিং সরাসরি না বললেও তাঁর তির যে ফেডারেশনের দিকে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গত সাত বছরে হরমনপ্রীত-আকাশদীপ-মনপ্রীতরা পাঁচ পাঁচজন কোচের অধীনে খেলেছেন। শুরু করা যাক পল ভ্যান অ্যাসের আমল থেকে। ভারতীয় হকিকে নতুন দিশা দেখান। বাস্তবকে স্বীকার করে দায়িত্ব নিয়েই ইউরোপীয় স্টাইল আমদানি করেছিলেন অ্যাস।

২০১০-এ কমনওয়েলথ ও গুয়াংঝাউ এশিয়ান গেমসে পদক পাওয়া ভারতীয় দলে আবার স্প্যানিশ স্টাইল 'ব্লেন্ড' করেছিলেন জোসে ব্রাসা। স্প্যানিশ কোচের অধীনে ভারতীয় দলে অধিনায়কত্ব বিতর্ক থাকলেও সাফল্যের রোডম্যাপ তৈরি হয়ে গিয়েছিল সেই যুগেই। তবে তাঁকেও দরজা দেখিয়ে দিতে বেশি সময় নেননি ফেডারেশন শীর্ষ কর্তারা। এরপর মাইকেল নবসের জমানা। লন্ডন অলিম্পিকে ভারতীয় দলকে 'পৌঁছে' দিয়েছিলেন এই অস্ট্রেলিয়ান কোচ। যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্বে সর্দারদের পারফরম্যান্স রাতারাতি হিরো বানিয়ে দিয়েছিল নবসকে। তবে অলিম্পিকে শোচনীয় পারফরম্যান্সের পর থেকেই নবসের বিশ্বাসযোগ্যতা টাল খায় এবং প্রস্থানের পর্বও প্রস্তুত হয়ে যায়।

টেরি ওয়ালশও ভারতীয় হকি দলকে সাফল্যের উত্তুঙ্গ শীর্ষে পৌঁছে দিয়ে প্রস্থান করেন ফেডারেশনের কর্তাদের দুষে। ২০১৪ সালে ইনচিয়ন এশিয়ান গেমসে এই টেরি জমানাতেই সোনার পদক গলায় ঝুলিয়েছিল মেন ইন ব্লু। পল ভ্যান অ্যাসের জমানা তো ফেডারেশন সভাপতি নারিন্দার বাত্রার সঙ্গে কুখ্যাত দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ। হাই পারফরম্যান্স ম্যানেজার রোনাল্ট অল্টম্যান্স দায়িত্ব নিলেও বেশিদিন কোচের চেয়ারে থাকতে পারেননি। কিছু মাস আগেই ছাড়িয়ে দেওয়া হয় তাকে। বর্তমান কোচের তখতে সোয়ের্ড মারিন। কতদিন থাকবেন,

উত্তর জানা নেই কারও!

গুরুবক্সও বিরক্তি চেপে বলে দিলেন, 'শুধু কোচই নন, অধিনায়ককেও কমপক্ষে ২-৩ বছর ধরে রাখতে হবে। কারণ একই কোচ ও অধিনায়কের মতাদর্শের সঙ্গে জাতীয় দলের খেলোয়াড়রা মানিয়ে নিতে পারেন। যা সাফল্যের অন্যতম শর্ত। ভারত এশিয়ার অন্যতম সেরা, তবে অলিম্পিকে প্রথম চারের লক্ষ্য নিয়ে এগোতে হবে যেটা ৪৫ বছর ধরে ভারত পারেনি।' গুরুবক্সের মতো প্রাক্তনীদের কথা কানে নিয়ে ফেডারেশন কর্তারা স্বর্ণযুগ ফেরানোর পথে অন্তরায় দূর করতে সচেষ্ট হয় কি না, সেটাই দেখার।

'খেলতে খেলতে' কেমন লাগছে জানান। অনধিক ৫০০ শব্দে ক্রীড়াবিষয়ে লেখাও পাঠাতে পারেন। নাম-ঠিকানা সহ মতামত/লেখা পাঠান--
'খেলতে খেলতে', ১৪এ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-২৬। ই-মেলঃ kheltekhelteubs@gmail.com